দৈনিক বাংলা

137

তারিখ ... 2-1 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৬ ...

পটুয়াখালীতে ২২ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পটুয়াখালী।-বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালুর দু'বছর পরেও পটুয়াখালী জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় ২২ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে রয়েছে।

এ কর্মসূচীর আওতায় গত ডিসেম্বর মাসে একযোগে সারাদেশে শিশু জরীপ '৯৪ চালানো হলে পটুয়াখালী জেলায় এ তথ্য পাওয়া যায়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ মাঠ পর্যায়ে এ শিশু জরীপচালান।

উক্ত জরীপে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে জেলার ৬টি থানায় দশ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা ৪ লাখ ৪৮ হাজার ৯শ ৫৫ জন। তার মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশু ২ লাখ ৬ হাজার ৪শ ৪৯ জন। অথচ, বিদ্রালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫শ ৬৮ জন শিশু লেখাপড়া করছে। বাকি ২১ হাজার ৮শ' ৮১ জন শিশু আদৌ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের মধ্যে ৫শ ৮১ জন শিশু রয়েছেন যারা শারীরিক কিংবা মানষিকভাবে অক্ষম।

জরীপ অনুযায়ী জেলার পটুয়াখালী সদর থানায় ২ হাজার ৩শ ৯৪ জন, গলাচিপা থানায় ১০ হাজার ৩শ ৫৩ জন, দশমিনা থানায় ১ হাজার ২শ ৭৫ জন, বাউফল থানায় ২ হাজার ৫শ ৬১ জন, কলাপাড়া থানায় ৩ হাজার ৫শ ৩৩ জন এবং মির্জাগঞ্জ থানায় ১ হাজার ৭শ ৬৫ জন শিশু বিদ্যালয় বহির্ভূত রয়েছে।

জেলায় ৫শ ৭৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩ শতাধিক রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়ের প্রায় পৌনে ৪ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা জেলায় এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমের আওতায় সরকারীভাবে পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং তা পহেলা জানুয়ারী '৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করা হয়। আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত এ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।

এদিকে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সফল করার জন্য বর্তমান সরকার শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছেন। এ পর্যন্ত জেলার ৭টি ইউনিয়নের ৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। এতে ১৬ হাজার ৮শ ৮১ জন শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। আর উপকৃত হচ্ছে ৬ হাজার ৯শ ৯১টি পরিবার।

দরিদ্র সীমার নীচের পরিবারের শিশুরাই মিক্ষাবঞ্চিত। লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও অভাবের কারণে বিদ্যালয়ে যাবার পরিবর্তে তাদের শিশুশ্রমে নিয়োজিত হতে হয়। এদের অনেকে গ্রামে ধনীদের বাড়িতে রাখাল হিসাবে কাজ করে। এরা শহের বন্দরে হোটেল রেস্তোরাঁ, বাসা-বাড়ি কিংবা কিছু ফেরী বা হুকারী করে ক্ষুধার অন্ন জোটায়।

উল্লেখ্য, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করার পর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কর্মসূচী পুরোপুরি চালু করা গেলে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে ধারণা।